জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

০৯ অক্টোবর ২০১৯ (বুধবার)

[**সময়কালঃ** ০৯.১০.২০১৯–১৩.১০.২০১৯]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মৌসুমী বায়ুর অক্ষের বর্ধিতাংশ উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে দুর্বল থেকে মাঝারী অবস্থায় বিরাজ করছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, খুলনা এবং বরিশাল বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরণের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী কয়েকদিন বরগুনা, বরিশাল, চাঁদপুর, হবিগঞ্জ, গাজীপুর, খুলনা, কিশোরগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ, নরসিংদী, নোয়াখালী, পটুয়াখালী ও সিলেট জেলায় যথেষ্ট বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ০৯.১০.২০১৯ তারিখের তথ্য অনুযায়ী কুশিয়ারা ব্যতীত দেশের সকল প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ব্রহ্মপুত্র-কুশিয়ারা ব্যতীত দেশের সকল প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পেতে পারে।

উপরোক্ত তথ্য, আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং গত কয়েকদিনের উপলব্ধ আবহাওয়া বিবেচনা করে যেসব জেলায় যথেষ্ট বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে সেসব জেলার জন্য নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রস্তুত করা হয়েছে।

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

আমন ধান :

- সর্বোচ্চ কুশি পর্যায় পর্যন্ত জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি রাখুন।
- বৃষ্টিপাতের পর জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর প্রথমবার, ৩০-৩৫ দিন পর দ্বিতীয়বার আগাছা নিধন করতে হবে।
- চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন সার উপরিপ্রয়োগ করুন। শেষ এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন সার কাইচ থোড় গঠনের ৫-৭ দিন আগে উপরি প্রয়োগ করতে হবে। এই কাজ বৃষ্টিপাতের পর করুন।
- নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। মাজরা পোকা, পামরি পোকা, চুঙ্গী পোকা, গল মাছির আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- চারা ও কুশি পর্যায়ে পাতা মোড়ানো পোকা বা পামরী পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। যদি একটি গোছায় পাতা মোড়ানো পোকা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ একটি পাতা দেখা যায় অথবা একটি পামরী পোকার উপস্থিতি চোখে পড়ে তাহলে প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ মিলি ক্লোরোপাইরিফস ২০ ইসি বা মনোক্রোটোফস ৪০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- মাজরা পোকা অথবা পাতা খেকো পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি একরে ১২ কেজি হারে কার্বোফুরান ৩ জি প্রয়োগ করুন।
- গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সেজন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রতি গোছায় ৫টি বা তার বেশি গাছ ফড়িং দেখা গেলে অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

- নীচু এলাকায় এখনও বন্যার পানি নেমে যাবার পর চারা রোপণ করার সুযোগ রয়েছে। যেহেতু দেরীতে রোপণ করা হচ্ছে, বিআর২২, বিআর২৩, ব্রি ধান ৩৮, ব্রি ধান ৪৬, বিনাশাইল, নাইজারশাইল ও স্থানীয় জাত ব্যবহার করা যেতে পারে।

সবজি:

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থা রাখুন।
- ঝোড়ো হাওয়ায যেন গাছ ঢলে না পড়ে সেজন্য সবজিতে খুঁটির ব্যবস্থা করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- ঢেঁড়শ: পাতায় দাগ রোগ, জেসিড ও সাদা মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। পাতায় দাগ রোগ হলে প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম ৫০% ডব্লিউপি মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। জেসিড ও সাদা মাছি পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ৩ লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে থিওমিথোক্সাম মিশিয়ে প্রয়োগ করুন। জমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- শসা জাতীয় সবজি: ফলের মাছি পোকা, সাদা মাছি পোকা ও মোজাইক রোগ দেখা দিতে পারে। ফলের মাছি পোকার আক্রমণ হলে আক্রন্ত ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে। আলোক ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। সাদা মাছি পোকার আক্রমণে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন। মোজাইক রোগ হলে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে, সিস্টেমিক বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- বেগুন: বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা, নেমাটোড, সাদা মাছি পোকা, জেসিড, ফল পচা রোগ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন।
- করলা ও পটল: বাড়ন্ত পর্যায়ে আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে ডাউনি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে ১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে ম্যানকোজেব মিশিয়ে ১০ দিন পর পর দুইবার স্প্রে করুন।

পাবনা, চাপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, কুষ্টিয়া, মাগুরা, রাজবাড়ি, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরিয়তপুর ও মুন্সীগঞ্জ জেলার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

- বন্যার পানি নেমে যাবার পর শীতকালীন সবজি চাষ শুরু করুন
- বন্যার পানিতে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য রবি ফসল চাষের প্রস্তুতি নিন
- সেচ, সার, বালাইনাশক প্রয়োগ বন্ধ রাখুন
- কলা ও দণ্ডায়মান সবজিতে খুঁটির ব্যবস্থা করুন
- আখে প্রপিং করুন
- নীচু জায়গা থেকে উঁচু জায়গায় জরুরি খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে যাওয়ার জন্য নৌকার ব্যবস্থা করে রাখুন
- হাঁস মুরগী ও গবাদি পশু উঁচু জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন
- সম্ভব হলে জাল অথবা বাঁশের চাটাই দিয়ে পুকুর ঘিরে দিন যাতে আকস্মিক বন্যার পানিতে মাছ ভেসে যেতে না পারে।
- এ সময় ফলদবৃক্ষ এবং ঔষধি গাছের চারা রোপণ রোপন করুন। বন্যা বা বৃষ্টিতে মৌসুমের রোপিত চারা নষ্ট হয়ে থাকলে সেখানে নতুন চারা লাগিয়ে শূণ্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে। এছাড়া এ বছর রোপণ করা চারার গোড়ায় মাটি দেওয়া, চারার অতিরিক্ত এবং রোগাক্রান্ত ডাল ছেটে দেওয়া, বেড়া ও খুঁটি দেওয়া, মরা চারা তুলে নতুন চারা রোপণসহ অন্যান্য পরিচর্যা করতে হবে। আম, কাঁঠাল, লিচু গাছের অবাঞ্চিত ডাল প্রুনিং করতে হবে। নারিকেল গাছের পুরাতন/মরা ডাল পরিষ্কার করুন।
- গবাদি পশুকে পচে যাওয়া ঘাস খাওয়ানো থেকে বিরত থাকুন। সবুজ ঘাস এবং ভিটামিন ও খনিজ লবন সমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।
- বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে টীকা দিন।

- পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিবন্ধিত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- বন্যার কর্দমাক্ত পানির কারণে পুকুরে অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, তাই বাঁশ দিয়ে পুকুরের পানি নেড়ে দিতে হবে।
- সাম্প্রতিক বন্যায় মৎস্যচাষীদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। নতুন পোনা ছাড়ার আগে পুকুরে প্রতি বিঘায় ৩০ কেজি চুন প্রয়োগ করুন। চুন প্রয়োগের ১৫-২০ দিন পর প্রতি বিঘায় ২৫০-৩০০ কেজি খামারজাত সার প্রয়োগ করুন। সম্ভব হলে আকস্মিক বন্যা থেকে রক্ষার জন্য পুকুরের চারপাশ জাল দিয়ে ঘিরে দিতে হবে।
- পরির্বতিত আবহাওয়াতে হাঁস-মুরগীর ভাইরাস জনিত রোগ দেখা দিতে পারে। সেজন্য বিশুদ্ধ খাবার পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এবং খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। হাসঁ- মুরগীকে খনিজসমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (০৯ অক্টোবর ২০১৯, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ০৮ অক্টোবর ২০১৯ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ০৯ অক্টোবর, ২০১৯ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মিঃ মিঃ)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মিঃ মিঃ)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০০	৩৩.১	২৫.৬	রাজশাহী	রাজশাহী	১৩	৩২.০	২৪.০
	টাঙ্গাইল	০৪	৩২.৪	২৩.৫		ঈশ্বরদী	৩২	৩১.৮	২৩.০
	ফরিদপুর	০১	৩২.৬	২৪.২		বগুড়া	৫০	৩০.৬	২৩.৩
	মাদারীপুর	০০	৩২.৮	২৪.৮		বদলগাছী	০৩	২৯.০	২৩.৪
	গোপালগঞ্জ	০১	৩২.৫	২৩.৭		তাড়াশ	২৭	৩০.০	২৩.৬
	নিক্‌লি	সামান্য	৩৩.০	২৫.৫					
					রংপুর	রংপুর	২২	২৭.১	২৩.০
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০৯	৩০.৫	২৩.০		দিনাজপুর	০১	২৮.৫	২৩.৩
	নেত্রকোনা	০৩	২৯.৭	২৪.০		সৈয়দপুর	২৪	২৯.০	২২.৯
						তেঁতুলিয়া	৩২	২৪.৭	২২.৪
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	৩৩.২	২৪.৫		ডিমলা	০৪	২৮.৭	২৩.৫
	সন্দ্বীপ	০০	৩৩.০	২৪.৮		রাজারহাট	৫৩	২৭.৫	২২.০
	সীতাকুন্ড	০০	৩৩.৫	২৪.০					
	রাঙ্গামাটি	০০	৩৪.২	২৪.৫	খুলনা	খুলনা	০১	৩৩.৫	২৫.০
	কুমিল্লা	০০	৩২.৪	২৫.০		মংলা	১১	৩২.৫	২৪.৫
	চাঁদপুর	০০	৩৩.৫	২৫.৬		সাতক্ষীরা	০১	৩৩.২	২৫.৫
	মাইজদীকোর্ট	০০	৩৩.০	২৫.৭		যশোর	০০	৩২.০	২৪.৪
	ফেনী	০৩	৩৩.৫	২৪.৫		চুয়াডাঙ্গা	০২	৩৩.৩	২৪.০
	হাতিয়া	০৩	৩১.৫	২৫.০		কুমারখালী	২৭	৩১.৬	২৪.০
	কক্সবাজার	০০	৩২.৮	২৫.৫					
	কুতুবদিয়া	০০	৩২.৬	২৫.৫	বরিশাল	বরিশাল	০২	৩২.৫	২৪.০
	টেকনাফ	০০	৩২.২	২৪.৫		পটুয়াখালী	০০	৩৩.২	২৫.৫
						খেপুপাড়া	০০	৩২.৫	২৩.৩
সিলেট	সিলেট	সামান্য	৩০.২	২৪.০		ভোলা	০০	৩২.০	২৪.৩
	শ্রীমঙ্গল	০৩	৩০.৬	২২.৬					

প্রধান বৈশিষ্ট' সমূহঃ-:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৬.৬২ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ২.৬৬ মিঃ মিঃ ছিল।

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

পূর্বাভাসঃ রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, খুলনা এবং বরিশাল বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে।

সপ্তাহের শেষে (০৮ অক্টোবর, ২০১৯ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন

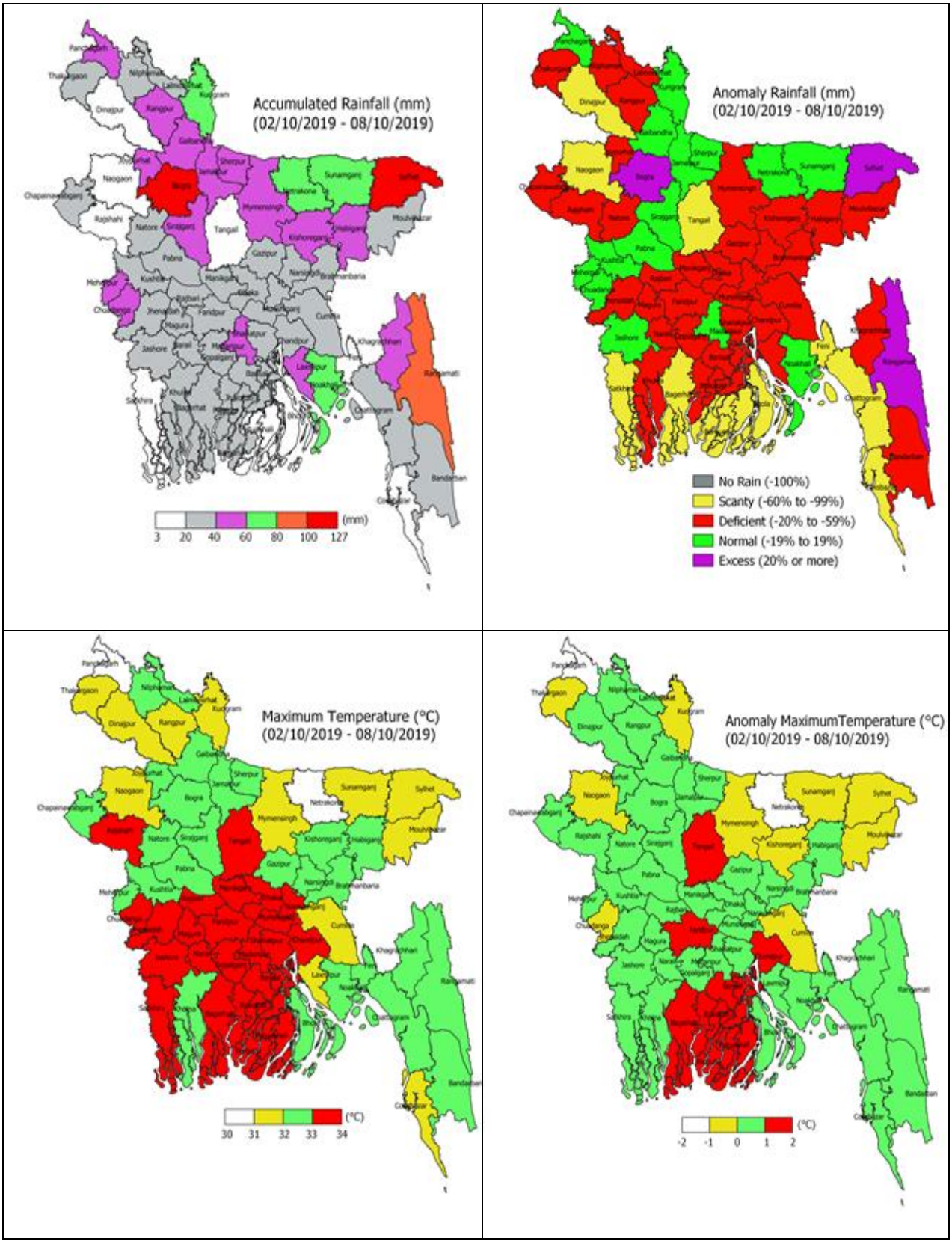

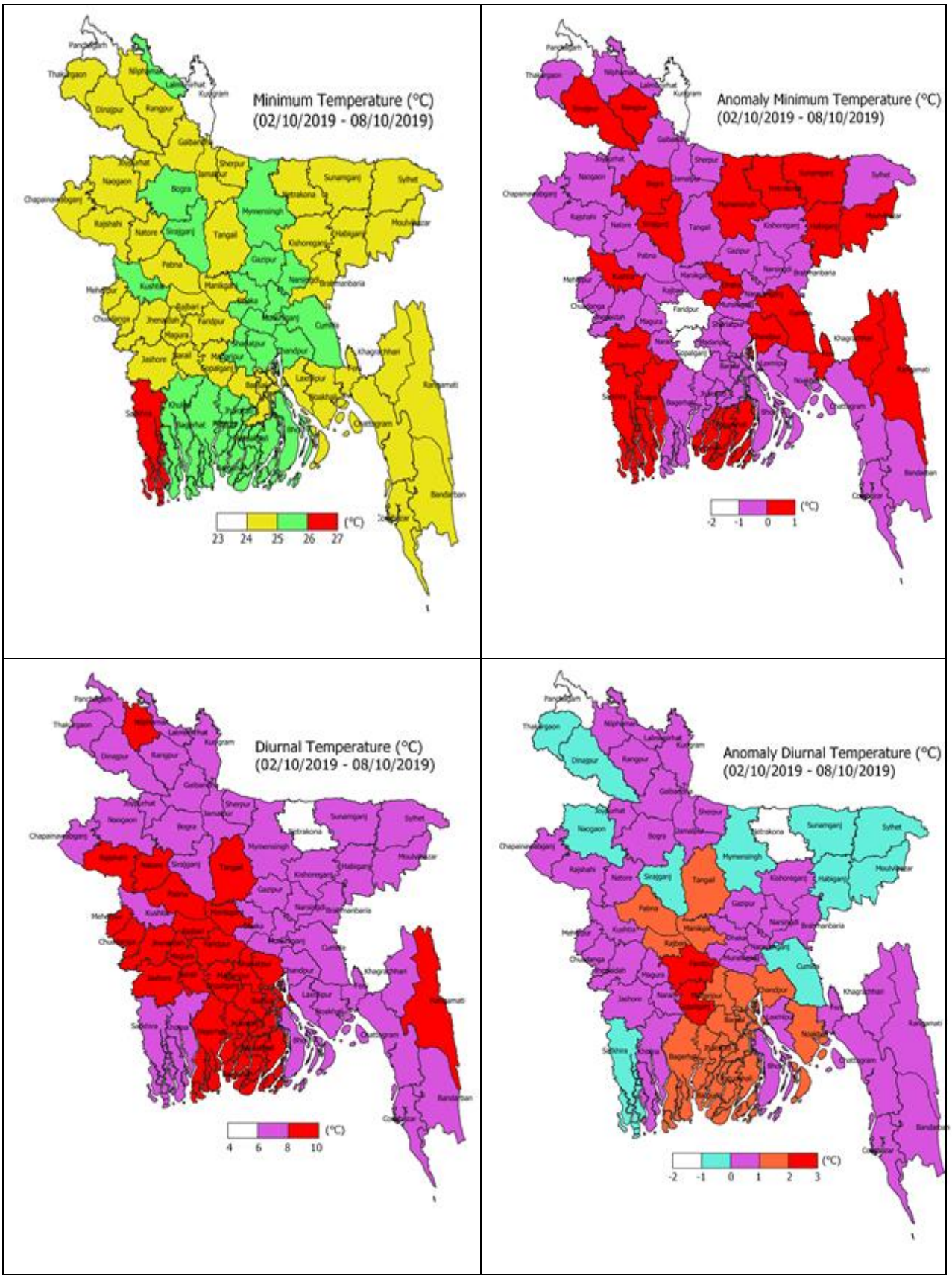
Minimum Temperature (°C)
(02/10/2019 - 08/10/2019)
(°C)
23 24 25 26 27
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(02/10/2019 - 08/10/2019)
(°C)
-2 -1 0 1
Diurnal Temperature (°C)
(02/10/2019 - 08/10/2019)
(°C)
4 6 8 10
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(02/10/2019 - 08/10/2019)
(°C)
-2 -1 0 1 2 3

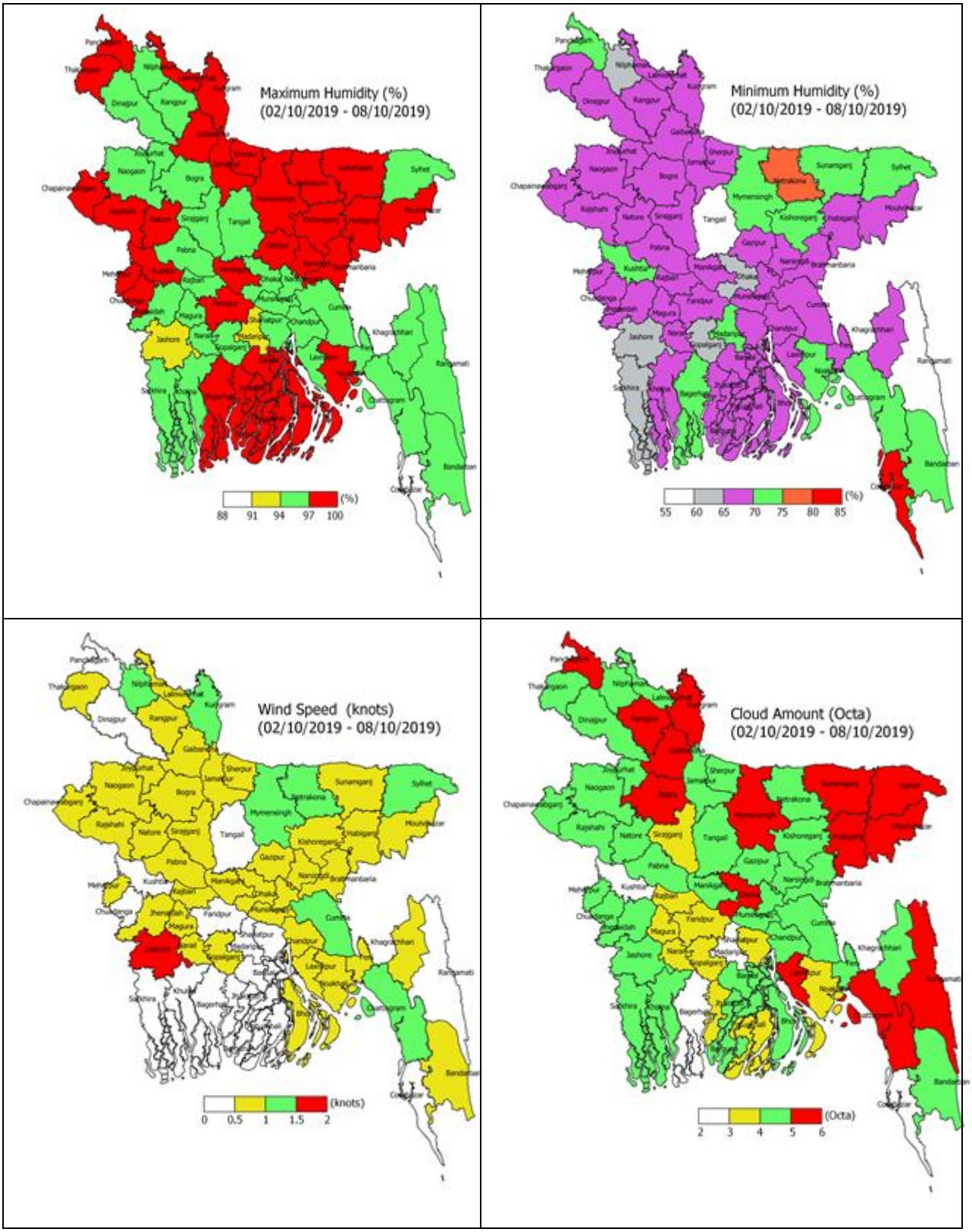
Maximum Humidity (%)
(02/10/2019 - 08/10/2019)
(%)
88 91 94 97 100
Minimum Humidity (%)
(02/10/2019 - 08/10/2019)
(%)
55 60 65 70 75 80 85
Wind Speed (knots)
(02/10/2019 - 08/10/2019)
(knots)
0 0.5 1 1.5 2
Cloud Amount (Octa)
(02/10/2019 - 08/10/2019)
(Octa)
2 3 4 5 6

আবহাওয়া পূর্বাভাস

আবহাওয়া পূর্বাভাস (০৯/১০/২০১৯ হতে ১৪/১০/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত):

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৫.০০ থেকে ৬.০০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

আগামী সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ২.৫০ মিঃ মিঃ থেকে ৩.৫০ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময়ের প্রথমার্ধে ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের অনেক স্থানে এবং রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের কিছু কিছু স্থানে হাল্কা (০৪-১০ মি. মি./প্রতিদিন) থেকে মাঝারি ধরণের (১১-২২ মি. মি./প্রতিদিন) বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টি হতে পারে, সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরণের ভারী (২৩-৪৩ মি. মি./প্রতিদিন) বর্ষণ হতে পারে।
- এ সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলাসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে ।
- এ সময়ে সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (০৯ অক্টোবর হতে ১৩ অক্টোবর, ২০১৯ পর্যন্ত)

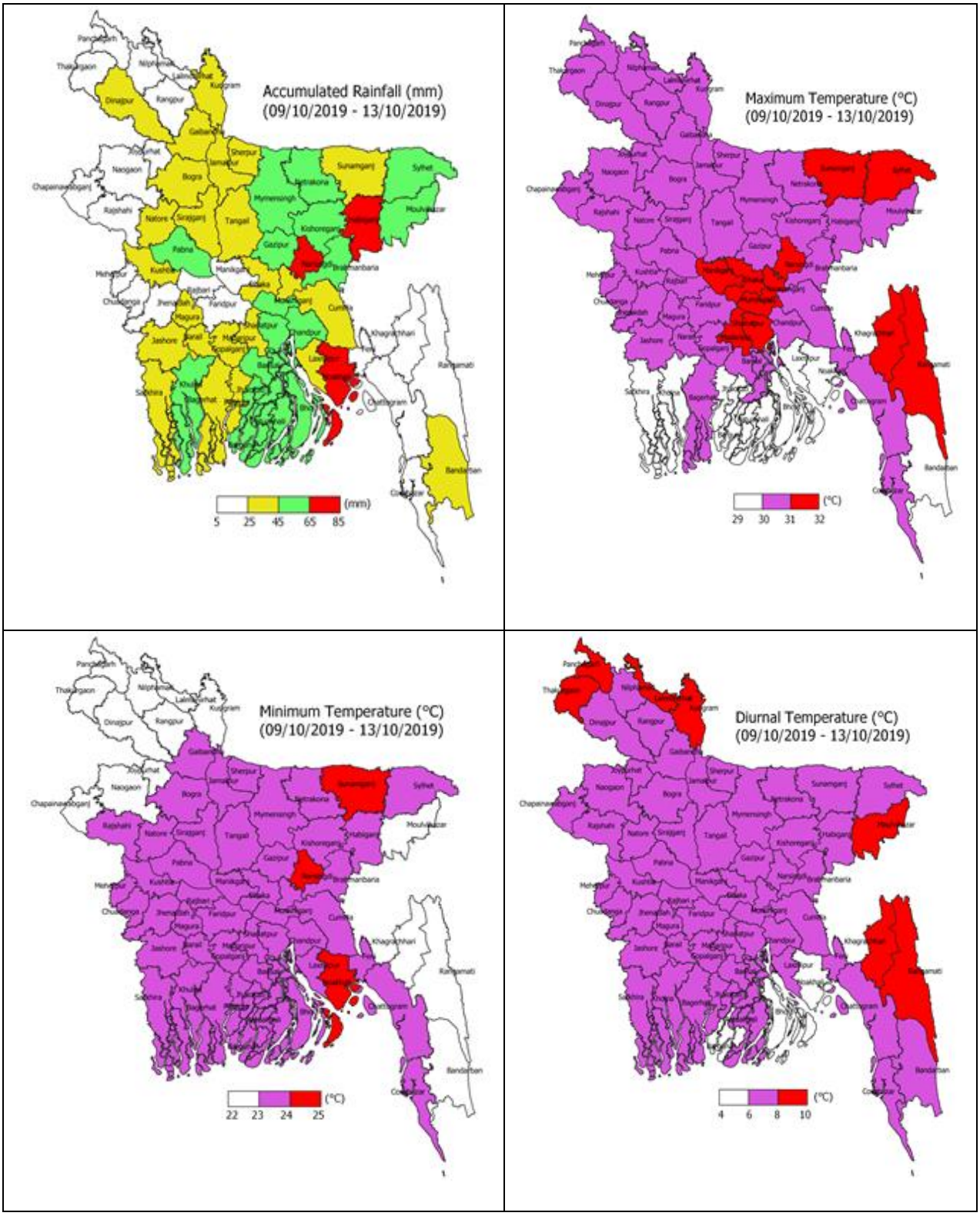

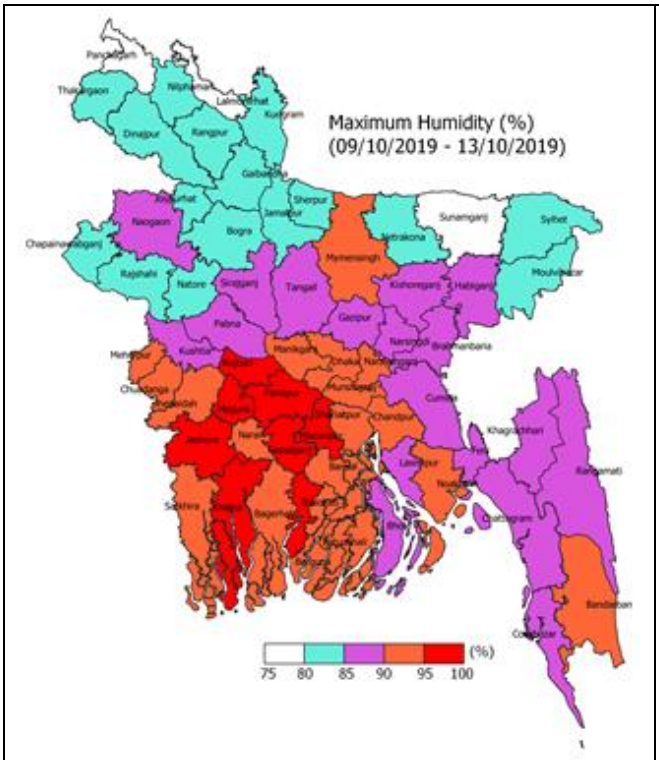
Maximum Humidity (%)
(09/10/2019 - 13/10/2019)
(%)
75 80 85 90 95 100

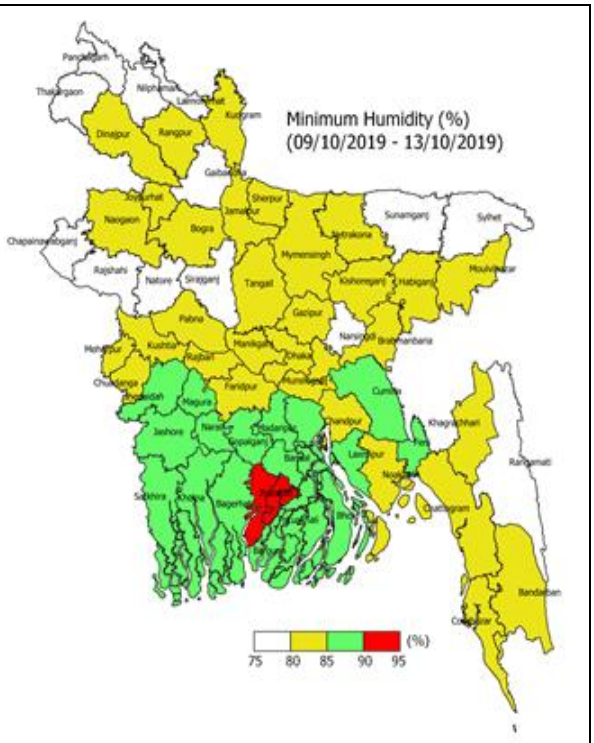
Minimum Humidity (%)
(09/10/2019 - 13/10/2019)
(%)
75 80 85 90 95

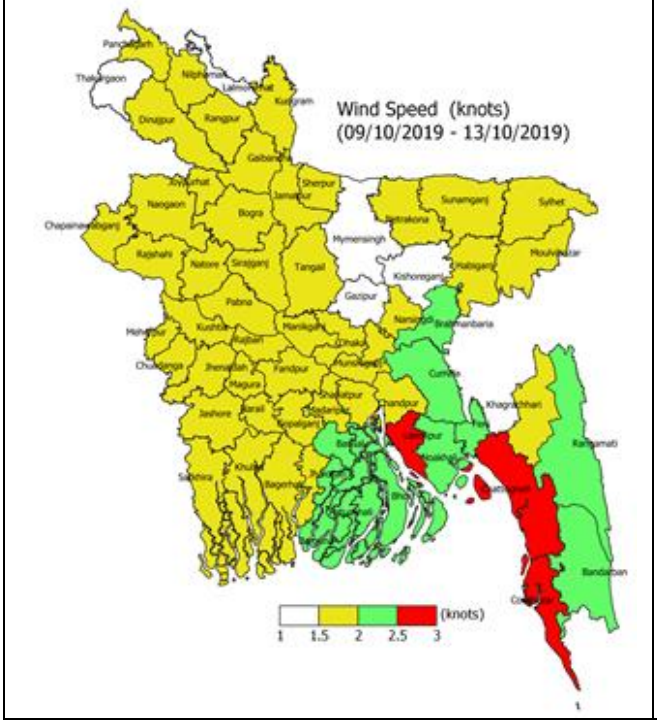
Wind Speed (knots)
(09/10/2019 - 13/10/2019)
(knots)
1 1.5 2 2.5 3

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ **থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ**

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week number No. 39 (21 September -27 September) over Agricultural regions of Bangladesh 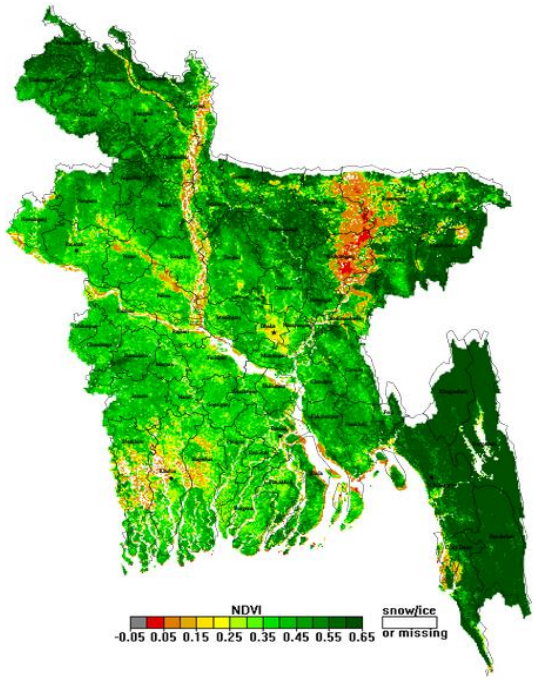	NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week number No. 39 (21 September -27 September) over Agricultural regions of Bangladesh 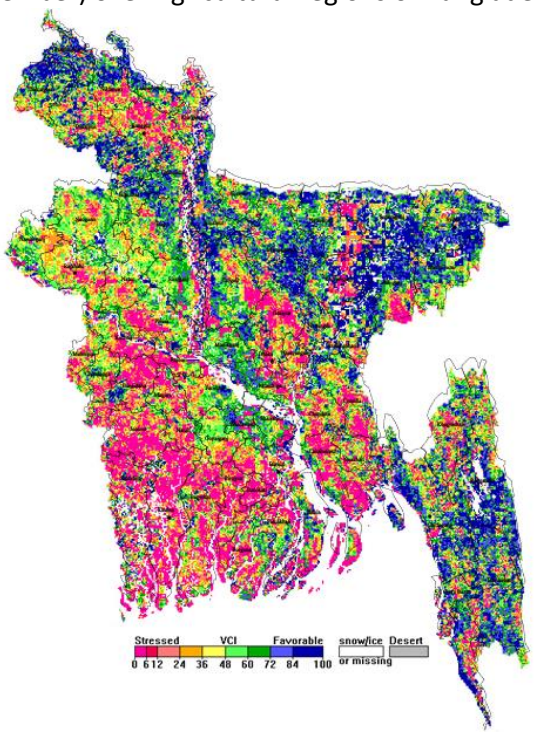
NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week number No. 39 (21 September -27 September) over Agricultural regions of Bangladesh	NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week number No. 39 (21 September -27 September) over Agricultural regions of Bangladesh

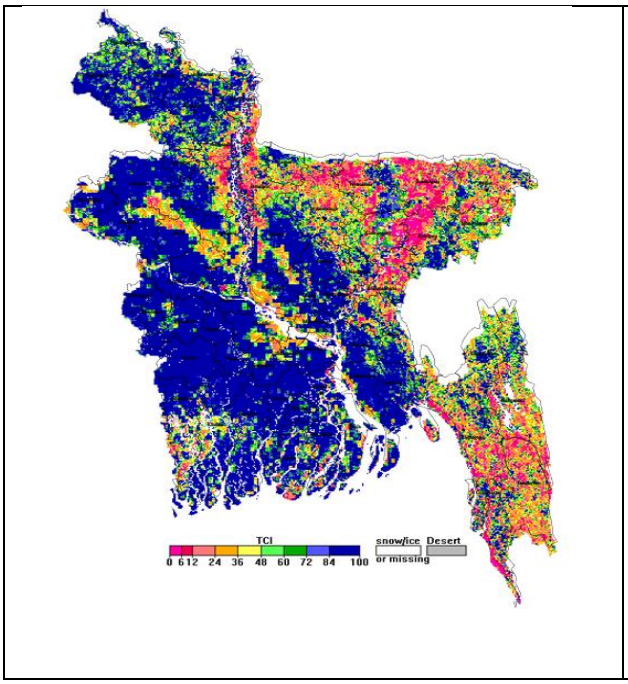

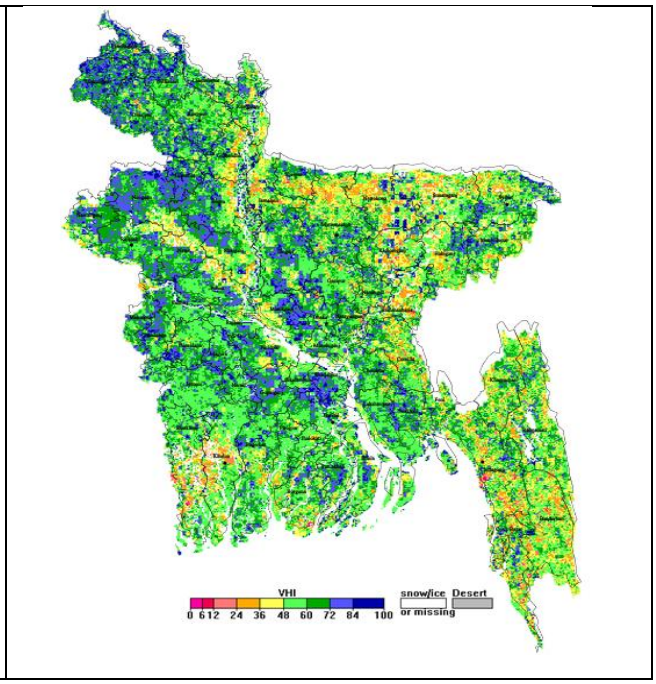

Monitoring Meteorological Drought in Bangladesh using Standardized Precipitation Index (SPI)

গত চার সপ্তাহে ও আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমে, দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত জেলাগুলিতে হালকা ভেজা অবস্থা বিদ্যমান ছিল। অপর পক্ষে, বাংলাদেশের দক্ষিণ, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, পশ্চিম এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলে জেলাগুলি হালকা থেকে মাঝারি শুষ্ক অবস্থায় ছিল।

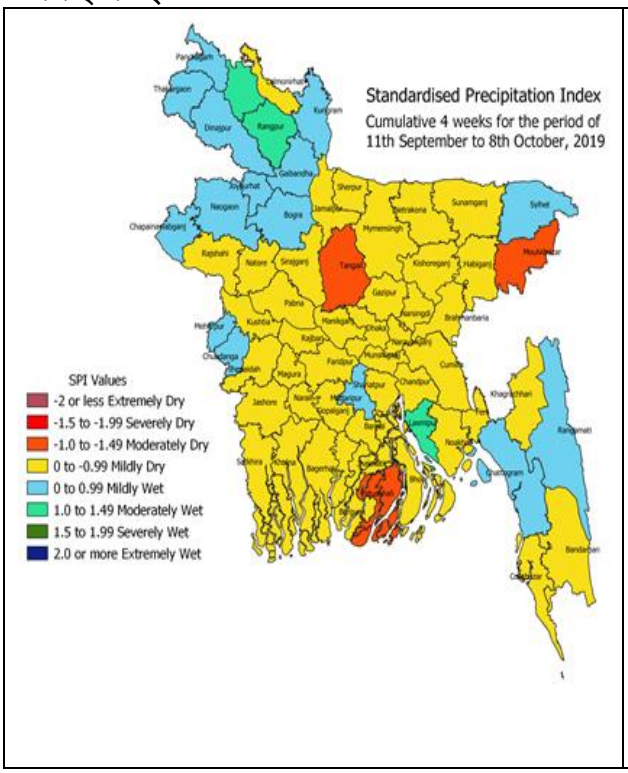

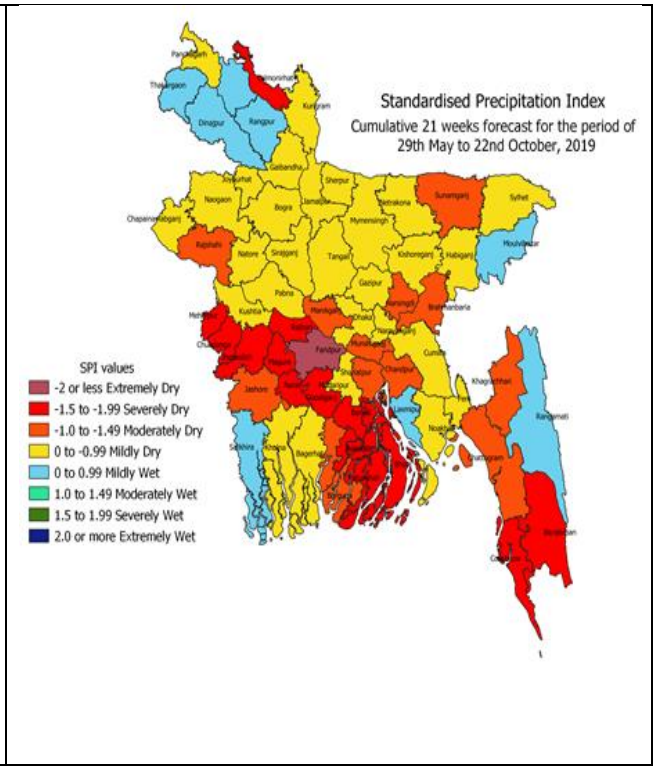

Data source: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর

বৃষ্টিপাত ও নদ-নদীর অবস্থা ০৯ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখের

(উ: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড)

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি

- কুশিয়ারা ব্যতীত দেশের সকল প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে।
- আগামী ২৪ ঘণ্টায় ব্রহ্মপুত্র-কুশিয়ারা ব্যতীত দেশের সকল প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পেতে পারে।

নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত)

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	৯৩	বিগত ২৪ ঘন্টায় পানি সমতল অপরিবর্তিত	০২
বিগত ২৪ ঘন্টায় পানি সমতল বৃদ্ধি	২৩	মোট তথ্য পাওয়া যায়নি	০০
বিগত ২৪ ঘন্টায় পানি সমতল হ্রাস	৬৮	**বিপদসীমার উপরে**	**০০**